কর্ম্মও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে।" অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণ-নারদ সংবাদে উল্লেখ আছে—"হে ঋষি! যে জন আমাতে ভক্তিমান হইয়া বিধিপূর্ব্বক আমার শ্রীমূর্ত্তিতে পূজা করে, তাহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যেহেতু সেই ভক্ত সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয়।" এই সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জানাইলেন—যদ্যপি কোনও কোনও শাস্ত্রে কোনও কোনও মন্ত্রে দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই বলিয়া মন্ত্রমাহাত্ম্য উল্লেখ করা আছে, তথাপি মহানুভব ঋষিগণ দীক্ষাগ্রহণ বিনা কোনও মন্ত্র ফলপ্রদ হইবে না—এইরূপ যে বিধি করিয়াছেন, এবং সেই সকল ঋষিগণ যথাবিধি শ্রীগুরুপদাশ্রয় পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চর্য্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। সেই সকল মহতের দীক্ষা গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপ বিধি এবং দীক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়রূপ মহতের আচরণ লঙ্ঘন করিয়া নিজ বুদ্ধিপূর্ব্বক জপ-অর্চ্চনাদি সাধন অনুষ্ঠান করিলে ফলে তো বঞ্চিত হইবেই, অনুষ্ঠানও বহুল বিঘ্নে বাধিত হইবে। এই পূর্ব্ববর্ণিত অর্চ্চন দুই প্রকার। এক—কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অপর—কর্ম্মমিশ্র। তন্মধ্যে যাঁহারা নিরপেক্ষ এবং শ্রীভগবৎভক্তি অঙ্গে বিশ্বাসযুক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে অর্চ্চনের প্রকার আবির্হোত্র যোগীন্দ্র ১১।৩।৪৮ শ্লোকে দেখাইয়াছেন—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥

"যে জন সত্বর দেহাদি অতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার বন্ধন নিঃশেষরূপে ছেদনের ইচ্ছা করেন, সে জন বৈদিকবিধির সহিত মিলাইয়া তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে নিজ অভীষ্ট কেশবদেবকে অর্চ্চন করিবে।" এই প্রকরণে উক্ত ক্রম অনুসারে অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"নিজহৃদয়ে চিন্তিত ভগবান যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেই জন লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে।" এ বিষয়ে অর্থাৎ বেদবিধি ও লোকাপেক্ষা ত্যাগ বিষয়ে শ্রীঅগস্ত্যসংহিতাতে উল্লেখ আছে—যেমন জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকটে বিধি ও নিষেধ উপস্থিত হইতে পারে না, তেমনই যে জন বিধিপূর্ব্বক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করে, কর্ম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহাদের অতিশয় ব্যবহারিক চেষ্টা আছে অথচ যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ পিতা-পিতামহ ক্রমে শ্রীশালগ্রামচক্রাদির অর্চ্চন যেমন দেখিয়াছে, তেমনই ভাবে শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা অর্চ্চন করেন, সেই সকল লৌকিক শ্রদ্ধাবানজন এবং যাঁহাদের যথার্থই শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনের দৃঢ়বিশ্বাস উদয় হইয়াছে—এমন ভক্তিঅঙ্গে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভগবৎভক্তিবার্ত্তায় অনভিজ্ঞ মানবসমাজের সাধারণ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানও লোপ না হয়, এইভাবে লোক-